Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, সোমবার, ৩ ফাল্গুন, ১৪২১

সি পি আই(এম)-এর ২৩তম বর্ধমান জেলা সম্মেলন

মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান

দিলীপ সরকার নগর (বার্ণপুর), ১৫ ফেব্রুয়ারি : মানুষের কাছে যাও, মানুষের আপনজন হও, আক্রান্ত মানুষজনকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলো উদারীকরণ, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে—এই আহ্বানে সম্পন্ন হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ২৩তম বর্ধমান জেলা সম্মেলন। সম্মেলন থেকে ৭০ জনের নতুন জেলা কমিটি ও অচিন্ত্য মল্লিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল এগারটায় শিল্প শহর বার্ণপুরে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহিদবেদিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ জননেতা বামাপদ মুখার্জী। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন বামাপদ মুখার্জী, সি পি আই(এম) পলিটবুরো সদস্য নিরুপম সেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মৃদুল দে, মদন ঘোষ, বাসুদেব আচারিয়া, রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, অভীক দত্ত, শহিদ দিলীপ সরকার-এর স্ত্রী শেফালী সরকার, শহিদ

নির্গুণ দুবে-র স্ত্রী ললিতা দেবী ও আগত সকল প্রতিনিধিদের পক্ষে বিদায়ী জেলা সম্পাদক অমল হালদার। সম্মেলন পরিচালনা করেন রথীন রায়, উদয় সরকার, চৌধুরী মহঃ হেদায়তুল্লাহ, পারস তেওয়ারি, সুরেন হেমব্রম ও গৌরী ব্যানার্জীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। শহিদ স্মরণ ও শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন রথীন রায় ও উদয় সরকার। শহিদ ও প্রয়াত নেতৃবৃন্দ সহ বিশিষ্টজনের স্মরণে নীরবতা পালন ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বার্ণপুর শাখার উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মৃদুল দে। উদ্বোধনী বক্তব্যের পর খসড়া রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা সম্পাদক অমল হালদার। এদিন শুরু হয় আলোচনা। ৩দিন ধরে মোট ৬১ জন প্রতিনিধি রাজনৈতিক সাংগঠনিক দলিলকে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলা ও আন্দোলনের সমর্থনে ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বামাপদ মুখার্জী, পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী ও মদন ঘোষ। প্রতিনিধিদের আলোচনা-সমালোচনার উপর জবাবি ভাষণ দেন বিদায়ী জেলা সম্পাদক অমল হালদার। খসড়া রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টের ওপর সংযোজন, সংশোধন পেশ করেন অরিন্দম কোঙার। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদকের হাতে ৪০ হাজার টাকা তুলে দেন সম্পাদক অশোক মুখার্জী।

সম্মেলন থেকে ৭ জন বিশেষ আমন্ত্রিত ও ৭০ জনের জেলা কমিটি ও অচিন্ত্য মল্লিক সম্পাদক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন রথীন রায়। প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন চন্দন সোম(২৪) ও বিনোদ ঘোষ(২৪) এবং সর্বাধিক কারাবাসকারী প্রদীপ সাহা। আন্তর্জাতিকে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

বিশদ তথ্য তিন ও চারের পাতায়, ছবিগুলি তুলেছেন পার্থ প্রতিম কোঙার

বিদায়ী সম্পাদক অমল হালদার (ডানদিকে) ও নবনির্বাচিত জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

সরকারি টাকার মোচ্ছব শিল্পী আছে দর্শক নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : লোকগানের উৎসবে দর্শকেরই দেখা নেই, অথচ মঞ্চ, সাজঘর শিল্পীদের ভিড়ে টইটম্বুর—এমনই ছবি দেখা গেলে কালনার উইক এন্ড ফোক ফেস্টিভ্যালে। লক্ষ লক্ষ টাকা নয়-ছয় করে শিল্পীদের মনের খোরাক মেটে নি। অতিথিরা উদ্বোধনের অনুষ্ঠান অতি সংক্ষিপ্ত করে উৎসবস্থল ছেড়ে চলে যান। বাউল, ঝুমুর, লোকগীতি, কবি সহ ১৪টি লোকশিল্পীর দল এদিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি বেশ কয়েকঘন্টা অনুষ্ঠান চলার পরেও দেখা যায় দর্শক আসন সম্পূর্ণ ফাঁকা। কেন এই

বর্ধমান জেলা ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গ্রামীণ লোকশিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের এই উৎসব শুরু হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি , চলে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, অতিরিক্ত বর্ধমান জেলা শাসক হৃষীকেশ মুদি প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দর্শক আসন ফাঁকা দেখে রাজ্যের মন্ত্রী ও অন্যান্য চিত্র? তার উত্তরে বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জনৈক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী জানান, এই শিল্পীদের পরিচয়পত্র ও মাসিক হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এই উৎসবে যোগদান করার জন্য প্রতিটি শিল্পী পাবেন এক হাজার টাকা করে। যদি কোনো নাচের দলে ২০ জন শিল্পী থাকেন, তাহলে ঐ দল পাবে ২০ হাজার টাকা। আর সে টাকা ঐ দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উৎসবে ব্যয় হচ্ছে সাত লক্ষ টাকা।

ইকো-রিক্সা নিয়ে বিভ্রাট বর্ধমান শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারি : যানজট আটকাতে জেলা প্রশাসন এবং শহর প্রশাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে শহরে। শহরের দু প্রান্তে দুটি বাসস্ট্যান্ড চালু করে জি. টি রোড শহর বরাবর ইকো রিক্সা এবং টাউনসার্ভিস চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। প্রথমে সাধারণ যাত্রী এবং বাসমালিকরা বিক্ষোভ, আন্দোলনে নামে। প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের কাছে হার মানে আন্দোলন। নবাবহাট থেকে উল্লাস পর্যন্ত টাউন সার্ভিস এবং ইকো-রিক্সা চলতে থাকে। ইকো-রিক্সা ৭৫টি-র অনুমোদন দেয় পুরসভা। যদিও তার আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। মানুষও ইকো-রিক্সাকে গ্রহণ করে। ৭৫টি-র বাইরে ইকো-রিক্সা ১৫০০ পর্যন্ত পৌঁছায়। রিক্সা এবং টাউন সার্ভিস প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি ইকো রিক্সার সঙ্গে। রাস্তাতে দৈনিক মারপিট বাঁধে টাউন সার্ভিস ও রিক্সা-র সাথে ইকো-রিক্সার। অনিয়ন্ত্রিত যান চলাচল শহরে যানজট বাড়িয়ে দেয়। এর উপর হস্তক্ষেপ করে জেলা প্রশাসন এবং পুর প্রশাসন। শহরের মধ্যে অনুমোদিত ৭৫টির বেশি ইকো-রিক্সাকে ধরপাকড় শুরু করে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ইকো-রিক্সা ৫০টির বেশি আটক করে, ক্ষোভ বাড়ে অ-অনুমোদিত ইকো-রিক্সা মালিকদের। আই.এন.টি.টি.ইউ.সি (তৃণমূল) ইউনিয়নের পক্ষে অভিজিৎ নন্দী জানান, আমাদের পেটে লাথি মেরে প্রশাসন ঠিক কাজ করছে না। ঋণের দায়ে জর্জরিত অনেকেই স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে ১, ২০,০০০ টাকা দিয়ে ইকো-রিক্সা কেনে। হঠাৎই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় ৭৫টির বেশি চলবে না। প্রশাসনের সিদ্ধান্তে আমরা না খেতে পেয়ে মরবো। তাই কালীঘাটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে যাই। তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে ইকো-রিক্সা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাধারণ যাত্রীদের কাছ থেকে সাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে।

দক্ষিণ দামোদর থেকে আসা নিত্যযাত্রী কওসের আলি জানান, প্রথমে বাসস্ট্যান্ড নিয়ে ক্ষোভ হলেও ইকো-রিক্সা অনেকটাই বিকল্প এবং সস্তা হওয়ায় লাভ হয়েছে আমাদের। আগে হাসপাতাল যেতে ৩০-৫০ টাকা হাঁকতো রিক্সা। এখন ১০ টাকাতে চলে যাচ্ছিলাম। প্রশাসন যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করে ইকো-রিক্সা রাখলে সাধারণ যাত্রীদের লাভ হবে।

অপরদিকে টাউন সার্ভিস ওনার্স সমিতির পক্ষে বিমল পাল ৩০ জানুয়ারি জনস্বার্থে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন ইকো-রিক্সা চালানোর বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে রিক্সা মালিকরাও হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে।

শেষ খবরে জানা গেছে দু-একজন কাউন্সিলর ইকো-রিক্সা ইউনিয়নের পক্ষে। ধৈর্য্যে পরীক্ষা দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তাঁরা। তবে পোয়াবারো আবার টাউন সার্ভিস এবং রিক্সা মালিকদের। আবার স্বমূর্তি!

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি পিছু ছাড়ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি : যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাক কর্তৃক একসময় 'চার তারা'র স্বীকৃতি আদায় করেছিল, সেই গর্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত অবনমন ঘটছে। নিয়োগের দুর্নীতির পর এবার রেজাল্ট কাণ্ড। একে তো সাত মাস পর বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম রেজাল্ট প্রকাশ হলো। তার ওপর ভুলে ভরা মার্কশিট। যাতে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত জড়িয়ে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৭টি কলেজ আছে। ৭ মাস পর রেজাল্ট বেরিয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ভুলে ভরা মার্কশিট পেয়ে দিশেহারা ছাত্র-ছাত্রীরা। চাপে পড়েছেন কলেজের অধ্যক্ষরা। ৯ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কলেজগুলিকে মার্কশিট ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ। মার্কশিটে EXAMINATION বানান ভুল থাকায় এই নির্দেশ। অথচ বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীকে মার্কশিট বিলি করে দেওয়ায় উক্ত নির্দেশে বিপাকে পড়েছেন অধ্যক্ষরা। এপ্রসঙ্গে রানিগঞ্জের টি ডি বি কলেজের অধ্যক্ষ স্বদেশ মজুমদার জানান, এখনও পর্যন্ত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। অন্যান্য কলেজের অধ্যক্ষ এখনও চিঠিই পাননি। বিশ্বস্তসূত্রে আবার জানা যাচ্ছে নতুন করে মার্কশিট ছেপে ছাত্রছাত্রীদেরকে দেওয়া হবে। এর সঙ্গে বড় বিভ্রাট যোগ হয়েছে—মার্কশিট হাতে পেয়ে রিভিউ করার জন্য দরখাস্ত করবে কখন ছাত্রছাত্রীরা? সেকাজও বিলম্বিত হচ্ছে। একে দেরিতে ফলাফল, তার ওপর রিভিউ প্রক্রিয়া শেষ করে ছাত্রদের কাছে পার্ট-টু'র পরীক্ষা দোরগোড়ায় হাজির। এদিকে পার্ট-টু'র রেজাল্টও বেরোতে দেরি হওয়ায় বিভ্রান্তিতে ছাত্রছাত্রীরা। পড়াশোনার প্রস্তুতি কীভাবে চলবে? প্রশ্নের মুখে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী।

এর থেকেও বড় বিভ্রাট ঘটেছে। পার্ট-ওয়ান-এ কোনো এক ছাত্রের মার্কশিটে দেখা যাচ্ছে 'কোয়ালিফায়েড' লেখা। অথচ সে যা নম্বর পেয়েছে তাতে তা লেখা যাবে না। পাস নয়। ২০০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৭০ নম্বর। অর্থাৎ পাস মার্কস দরকার ৮০ নম্বর। এছাড়া ২০১৪ বি.এড পরীক্ষার রেজাল্টেও বানান বিভ্রাট ধরা পড়েছে। এর আগেও ভুল থাকায় আবার মার্কশিট ছাপা হয়। তাতে QUALIFYING বানান ভুল। এখনও কর্তৃপক্ষ নীরব। এভাবে হরেক রকমের ভুল ধরা পড়ছে, যাতে আগামীদিনে ছাত্রছাত্রীরা বিপাকে পড়বে।

উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নানান অভিযোগ কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থাকে সরিয়ে নিজের ঘনিষ্ঠ আউটসোর্সিং সংস্থা সি এম সি-কে দায়িত্ব দেওয়ার পরই এই বিপত্তি বলে সূত্রের খবর। তাহলে কি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত অপেক্ষা নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধিই লক্ষ্য—উঠছে প্রশ্ন!

পেনশনারদের কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ভারত সেন্ট্রাল পেনশনার্স কনফেডারেশনের ডাকে এবং রিটায়ার্ড রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় রেল কর্মচারী, পেনসনার সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণ নেমে এসেছে। তারই প্রতিবাদে লোকো রিটায়ার্ড এম্পয়িজ দপ্তরে এক কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনের উদ্বোধন করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন ই আর এম ইউ-র শুভাশিষ রায়, ১২ জুলাই কমিটির রণজিৎ দত্ত সহ বর্ধমান জেলার সাতটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কনভেনশনে প্রায় শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

নতুন চিঠি

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ত্রুটিমুক্তির ইচ্ছা ও তার উপায়

সদ্য সমাপ্ত সি পি আই(এম), বর্ধমান জেলার ২৩তম সম্মেলনে যেমন আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও এই রাজ্যের উদ্বেগজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তদনুযায়ী রণকৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-শুদ্ধির বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। নেতৃত্বের বক্তব্যে এই রাজ্যে বাম শাসনকালে জনমুখী পদক্ষেপের গৌরবজনক দিকগুলি তুলে ধরার উপর যেমন জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনি এই শাসনকালে দলীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্পর্কেও স্পষ্ট উল্লেখ ও তা থেকে মুক্ত হবার আবশ্যিকতাকেও তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিনিধিদের সুবিস্তৃত আলোচনায়ও তা প্রতিভাত হয়েছে। যথার্থভাবেই মানুষের সঙ্গে নিবির যোগাযোগ গড়ে তোলার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কেননা এই মৌলিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই দলের সামগ্রিক ব্যর্থতার কারণ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু ত্রুটিমুক্তির জন্য সে সম্পর্কে বাচিক উল্লেখই যথেষ্ট নয়, তাকে কার্যকর করার জন্য যথোচিত আন্তরিক ও সক্রিয় প্রয়াস দলের প্রতিটি স্তরে অনুসৃত হতে হবে। তার উপরেই নির্ভর করবে দলের ভবিষ্যত।

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্রখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
২. প্রখ্যাত জার্মান নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেখট কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
৩. ছন্দের যাদুকর, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবে কোথায় জন্মান? তার ছদ্মনাম কী ছিল? কবে প্রয়াত হন?
৪. পৃথিবীর সব থেকে ছোট রাষ্ট্র কোনটি? কবে স্বাধীনতা পায়? তখন লোকসংখ্যা কত ছিল?
৫. পদাতিক কবি কাকে বলা হতো? তিনি কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৬. নিউদিল্লির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কবে হয়েছিল? নিউ দিল্লির স্থপতি কে কে ছিলেন?
৭. মহাত্মা গান্ধিকে কবে হত্যা করা হয়? কে করেন? তার মৃত্যুদন্ড রায় কবে ঘোষিত হয়?
৮. 'টাইপ-রাইটার' যন্ত্রের উদ্ভাবক কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম? কবে মৃত্যু?
৯. 'বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস' কবে পালিত হয়?
১০. ২০১১ সালে দশম বিশ্বকাপ ক্রিকেট-ফাইনালে কোন কোন দল অংশ নেয়? কে বিস্বকাপ পায়? ক্যাপ্টেন কে ছিলেন?
১১. প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট কোথায় কবে শুরু হয়েছিল? কোন দেশ কাকে হারিয়ে জয়ী হয়? বিশ্বকাপ ক্রিকেট কাপের কী নাম ছিল?
১২. একাদশ বিশ্বকাপ কোন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? কবে থেকে একাদশ বিশ্বকাপ শুরু হয়? কবে শেষ হবে? কটি দল অংশ নিচ্ছে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে

সুনামী গুপ্ত

সুখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা রণজিৎ মল্লিক মহোদয় বর্ধমানের কাঞ্চন উৎসবের উদ্বোধন করতে এসে বললেন—আপনারা সকলে আনন্দ করুন। দুঃখ-কষ্ট আছে। কিন্তু এই উৎসবে আপনাদের আনন্দ পাবার যে ব্যবস্থা আছে, তাই উপভোগ করুন। সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে আনন্দে মেতে উঠুন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, অভিনেতা মহোদয় (এখনও কোলকাতার 'শেরিফ' আছেন নাকি?) তৃণমূলেশ্বরীর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করেছেন—'উৎসব করবো নাকি ভাগাড় করবো?' অতএব রাজ্যব্যাপী ভাগাড় তৈরির যে বাস্তবতা, তাকে অস্বীকার করার জন্যে নানা কিসিমের উৎসব, মেলা, ফূর্তির বিপুল আয়োজন—এগুলির মধ্য দিয়েই মানুষের মনকে ভুলিয়ে রাখার প্রয়াস তো চালাতেই হবে। কৃষি এবং শিল্পপ্রধান বর্ধমান জেলার বর্তমান পরিস্থিতির কথা মল্লিক মহাশয় কতটুকু জানেন, সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। উদ্যোক্তারা তো জানাবেন না। তাহলে এইসব হৈ-হুল্লোড়ের নমে তৃণমূলি সংস্কৃতির পেয়াদারা বড়োই মুশকিলে পড়বেন। সরকারি দামে চাষির ধান-বিক্রির ব্যবস্থা তো লাটে উঠেছে। এ যেন দোয়াত আছে—কলম নেই। কারা এজেন্সি নিয়েছে, ব্যাঙ্কের চেক কবে ভাঙানো যাবে, ঘোষিত বোনাস আদৌ মিলবে কি না, এসব বিষয়ে চাষিদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে। এই জেলার বহু জায়গায় চাষিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। সরকারের ধাষ্টাপনা মেনে নিতে নারাজ যারা, তারা পড়ে পড়ে বিষাদসাগরে মুহ্যমান হয়ে থাকছে। মল্লিক মহাশয় অবগত আছেন কি—এই রাজত্বে বর্ধমান জেলার কতজন চাষি, ক্ষেতমজুর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন? অবশ্য সরকারি ঘোষণায় এরা সবাই ব্যক্তিগত কারণেই আত্মহত্যা করেছেন। অভাব-অনটনের কোনও কারণ ঘটেনি। যাই হোক এইসব চাষিদের ঘরে আনন্দের দীপাধার শুকিয়ে গিয়েছে—তেলও নেই, সলতেও নেই। একশো দিনের কাজের সুযোগও ক্রমশ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। আর যে সব জায়গায় মানুষের কাজ ছিল, তাদের পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্য টাকা তামাদি হয়ে গিয়েছে, বর্ধমান শহরের নানা প্রান্তে কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা বস্তিতে, বাঁধের ধারে বসবাস করেন। কিন্তু কাজ কোথায়? কাজ না থাকলে আনন্দই বা কোথায়? মল্লিক মহাশয় কেমন করে বেকার যুবক-যুবতীদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝবেন। বর্ধমানের শিল্পাঞ্চল এখন হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মতো প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার জন্য অপেক্ষা করছে। এস. এস. সি, সেট, টেট, নেট, ইত্যাদি সব পরীক্ষা ব্যবস্থাই প্রহসনে পর্যবসিত। অন্যদিকে, যারা পড়াশুনো করছে কেবল ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্যে নয়—'সব পেটে ভাত, সব হাতে কাজ' এই শ্লোগানের কথায় তারা বিশ্বাস করেছিল, ভেবেছিল তাদের জীবনে সুদিন আসবে, কিন্তু ধূ ধূ বালুচরে আশার মরীচিকা তাদের জীবনকে পর্যুদস্ত করছে। এইসব যুবক-যুবতীরা আনন্দ করবে, ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে নেশাগ্রস্তদের মতো জয়ধ্বনি করবে এই অপশাসনের—একথা ভাবলেন কেমন করে? দিন ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। প্রতিশ্রুতি উন্নয়নের ফিরিস্তি লেখা যে সব ফানুস ওড়ানো হয়েছিল, সেগুলি গোঁত্তা খেতে খেতে মা-মাটি-মানুষের সরকারের বীভৎস চেহারা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

বর্ধমান এখন রাহাজানি, ছিনতাই, নারী-নির্যাতনের রেকর্ড গড়ে অন্যান্য জেলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এখানে ব্যবসায়ীদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিন দুপুরে ছিনতাই হয়ে যায়। মহামহিম পুলিশ-কর্তারা শুধু শোনেন, দেখেন। কিন্তু একজন চোর-ডাকাতও ধরা পড়ে না। আইন-শৃঙ্খলার চরম বিপিন্নতায় এতখানি নির্লিপ্তি শাসকদল আর তার প্রশাসনের—অতীতে কোনও জমানাতেই দেখা যেত না। তবু আনন্দ করতে হবে! সারদা-কাণ্ডের জাল গোটাতে গোটাতে শাসকদলের অবস্থাটা যেন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'র দশা। কথায় আছে—লাগে টাকা দেবে গৌরী (থুড়ি সুদীপ্ত) সেন। তার প্রাণটুকু এখন হাঁসফাঁস করছে। মধুভাণ্ড নিঃশেষিত। মৌমাছিরা উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সারদাজীবী ভূষণেরা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা যারা পরিবর্তনের কাসর-ঘন্টা বাজিয়েছিলেন, তাঁরা এখন কোথায় পালাবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মুকুলায়িত উল্লাস ক্রমক্ষীয়মান। এই বসন্তের তাম্রমুকুলের স্বর্গীয় ফেনার মদ শুকিয়ে যাচ্ছে। পদত্যাগ, দলত্যাগ করে কাকের বাসায় যে সব কোকিল ডিম পাড়তে চেষ্টিত, তাদের জন্যে অমারাত্রির লগ্ন এগিয়ে আসছে। সুপ্রিম কোর্টের সপাট চপেটাঘাতে এখন রাজ্য-সরকারের থরহরি কাঁপুনি শুরু হয়েছে। সুদীপ্ত সেন একটি চ্যানেলে তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর পরে কারা কারা আনন্দে মেতে উঠবেন—তার তালিকা কবে তৈরি হবে, তা জানা নেই। খাগড়াগড়ের ঘটনা এখন কেবল বর্ধমানকেই নয়, গোটা রাজ্য এবং দেশকেই কলঙ্কিত করেছে। সন্ত্রাসবাদী হিসেবে যারা ধরা পড়লো, তাদের আশ্রয়দাতা শাসকদলের নিজস্ব লোকেরা কিন্তু এখনও অক্ষত আছে। জানি না এই উৎসব- মেলাতে তাদের অংশগ্রহণের আবাহন জানিয়ে সম্ভাব্য দুঃখ-দুর্দশা ভোলাতে চাইছেন কিনা উদ্বোধক মহাশয়। অথবা এমনটা তো হতে পারে যে উৎসবের নামে বেলেল্লাপনার জোয়ারে নতুন করে রুজি রোজগারের ফুল বেলপাতা ভেসে আসবে। শহিদের পরিবারগুলির বেদনা, ঘৃণা এবং ক্রোধের কথা না হয় এই সুযোগে ভুলিয়ে দেওয়া যাবে। ভুলিয়ে দেওয়া যাবে ধর্ষিতা, নিহত সেইসব মেয়েদের করুণ পরিণতির স্মৃতি।

তবু ইতিহাস বড়ো নির্মম। দেওয়ালে যে অশনি-সংকেতের লিখন, তাকে পড়া বা উপলব্ধি করার মতো মননশীলতা শাসকদলের অনেকের মধ্যেই নেই। এতোদিন অনেক করে কম্মে খেয়ে যারা ধন্য হয়েছেন, এবার তাঁদের নামার পালা। একটি বিখ্যাত নাটকের সংলাপ মনে পড়ছে—'Downs will be up, and ups will be downs.' পরিশেষে একটি বিস্মৃতপ্রায় গণসঙ্গীতেরকথা মনে করিয়ে দিই—

''গুরু গুরু গুরু দামামা বাজে
ঝড় এলো ঝড় এলো ঝড় এলো রণসাজে।
জাগো জাগো চাষিভাই আর জাগো জাগো মজদুর,
ঈশানে বাজলো বিষাণ রে, বাজে ভাঙনের সুর।
সইব না সইব না এই অপমান
মোরা দিই জান, আর ওরা পায় ধান।
সইব না সইব না এই অপমান,
কারখানা কলে লোটে মুনাফা মালিক আর মোরা দিই প্রাণ।
দুনিয়ায় ভিড় করে কারা ঐ?
মরবার ঠাঁই নেই, কারা ঐ, তাজাখুনে রাঙা ঐ?
ওরাই তো আনবে নতুন প্রভাত, পথ যতো হোক বন্ধুর,
ঈশানে বাজলো বিষাণ রে, বাজে ভাঙনের সুর।''

আমরা জানি দুঃখ-শোক থেকে যে করুণ-রসের জন্ম হয়, তার চিত্ত-চমৎকারী পরিণতি ঘটে আনন্দধারায়। সেই আনন্দধারার বার্তা নিয়েই অনাগত ফাল্গুনে, লাল-পতাকায় কৃষ্ণচূড়ার উদ্ভাসে মানুষ এগিয়ে চলুক মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের পথে পথে।

মাত্র দেড় কোটির জন্য আটকে ১৩০০ গ্রামসেবকের চাকরি

মাটি উৎসবের পর মাটি তীর্থ কৃষিকথা। ৩৫ কিলোমিটার ব্যবধানে জেলার দুই জায়গায় প্রথম ৫ কোটি ও পরে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে মচ্ছব ও টিফিন, ভাল খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও টনটন ডিজেল তেল পুড়িয়েও কৃষিকথা অব্যক্তই রয়ে গেল প্রকৃত কৃষকদের অনুপস্থিতিতে। টাকার ফোয়ারা ছুটিয়ে যখন মেলা খেলা চলছে তখনই মাত্র দেড় কোটি টাকার অভাবে আটকে আছে কৃষিবিভাগের তেরোশো জনের চাকরি।

কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের (পুরনো কথায় গ্রাম সেবক) চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে বামফ্রন্টের আমলে। মোট আবেদনকারী ছিলেন ১০ লক্ষ। তিনদিন ধরে লিখিত পরীক্ষা নেয় পি. এস. সি ২০১২ সালের জুলাই মাসে। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সফল প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। অধিকাংশ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ঐ প্রার্থীদের মধ্যে ১৩০০ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন ও মেডিকেল টেস্ট গত সেপ্টেম্বরেই চলে আসে দপ্তরের হাতে। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর নিয়োগপত্র না পেয়ে সফল প্রার্থীরা কলকাতায় স্ট্রান্ড রোডের কৃষি অধিকর্তার দপ্তরে ধর্ণা দেয় ও কৃষি অধিকর্তাকে ঘেরাও করে। কৃষি অধিকর্তা জানিয়েছেন অর্থদপ্তর থেকে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা না পাওয়ার জন্যই নিয়োগপত্র দেওয়া যাচ্ছে না। কৃষিদপ্তরের ট্রেনিং সেন্টারে প্রার্থীদের ৬ মাসের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে ঐ টাকাটা লাগবে।

অথচ শিল্প ধরার নামে সিঙ্গাপুর সফর, কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন নবান্নে ছোট শিল্পের বা দোকান দেবার নামে ২০০ কোটি টাকা উৎসাহ ভাতা, মাটি উৎসব ও মাটি তীর্থ, রেজিস্ট্রেশনবিহীন ক্লাবগুলিকেও সর্বত্র দু'হাতে টাকা খরচ—অথচ যেখানে সুযোগ আছে ঝাড়াই-বাছাই শেষ সেখানে মাত্র ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার জন্য ১৩০০ প্রার্থী চাকরির ছাড়পত্র পাচ্ছেন না। নিন্দুকরা বলছেন মমতা তো একটা ছবি এঁকেই ঐ টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন। তার জন্য রাজ্যের কোষাগারে চাপ পড়বে কেন?

ধান কেনার আগ্রহ নেই সরকারের

প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষিদের ধান কেনার কাগুজে প্রচার মুখ থুবড়ে পড়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ১২টি জেলায় কিছু মানুষকে ঘরবাড়ি দিতে গিয়ে ঝিঙ্কুটির সাঁই কমপ্লেক্স-এর বারোটা বাজিয়ে কোটি কোটি টাকা হাওয়ায় উড়িয়ে 'মাটি-তীর্থ-কৃষিকথা' হলো। কিন্তু কৃষকদের ন্যূনতম স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করছে না রাজ্য সরকার। বর্ধমান জেলায় এখনও ধানের অভাবি বিক্রি চলছে। আমন মরশুমে জেলায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন লেভি আদায় করার কথা। সরকারি ঘোষিত মূল্যে ৬০ কেজি ধানের বস্তার দাম হওয়ার কথা ৮১০ টাকা, জেলার বিভিন্ন জায়গায় ধান বিক্রি হচ্ছে ৭০০ টাকা থেকে ৭৩০ টাকা। ফলে ২ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টনের লক্ষ মাত্রা থাকলেও এখন পর্যন্ত ৮০ হাজার মেট্রিক টন সংগৃহীত হয়েছে। ঐ বাবদ রাজ্য সরকারের কাছে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ধানকলের ১৩২ কোটি টাকা বকেয়া আছে। ফলে জেলার ৩০০-র বেশি রাইস মিল ধান কিনতে চাইছে না। ফলে ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার কাগুজে প্রচার মুখ থুবড়ে পড়ছে। বড় চাষি ও ফড়েরা অন্য জেলা থেকে ধান এনে বর্ধমান জেলার বাজারকে আরও তলানিতে টেনে নামাচ্ছে। মিল মালিকরা বলছেন চাষিদের সহায়কমূল্যে ধান কেনার আগ্রহই নেই সরকারের।

ফিরে আই ফিরে আই ...

একের পর এক চলচ্চিত্র শিল্পী অন্য দলে চলে যাওয়া রুখতে আরও একটি সস্তা কৌশল নিয়েছেন মমতা। গোঁসা করে চলে যাওয়া কবীর সুমন সহ ১০জনকে মহান সঙ্গীত শিল্পীর তক্‌মা দেওয়া হয়েছে। যদিও কবি শ্রীজাত ঐ উপহার প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সামনেই কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। তাই আরও বেশি বেশি কল্পতরু সাজছেন মমতাজি। পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রের অনুপস্থিতিতে ট্যাক্সি চালকদের জরিমানা ৩০০০ টাকা থেকে এক লাফে ১০০ টাকায় নামিয়ে দিলেন। ৬০ বছর হলে চালকরা পেনসন পাবেন, তাদের মেয়েদের বিবাহে দেওয়া হবে ২৫০০০ টাকা। রাজ্য সরকার যে কাউকে টাকা দিতেই পারে কিন্তু গত রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের পেনসন চালু করার কথা বলেছিলেন। মমতার অর্থমন্ত্রী সেটার ফাইল হিমঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'ঢপের চপ'

এক চিলতে খড়ের চালে আস্তানা করে চপ-মুড়ি বিক্রি করে করা যাবে চারতলা, ছতলা বা দশতলা বাড়ি। কঠিন দারিদ্রের সাথে লড়াই করে ঠেলায় চপ, পরোটা, ঘুগনি, ঝালমুড়ি, ফুচকা বিক্রি করে কেউ কেউ ধনী হয়ে গেছেন। সারা বাংলায় এমন দু-চারটে নজির নেই তা নয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরির পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর চপের দোকান খোলার নিদান শুধু অলীক কল্পনা নয়, শিক্ষিত বেকারদের ক্ষেত্রে চরম অপমান করাও। ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মাথায় বলা ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে যাবার মতই 'ঢপের চপ' আর কি!

মুঝে উল্লু বানা বং

কার্ল হার্মাদ

২৩তম সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার

মৃদুল দে

মৃদুল দে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, উদারীকরণ নীতির হাত ধরে আন্তর্জাতিক, জাতীয় সহ রাজ্য রাজনীতির সর্বস্তরেই নতুন-নতুন আক্রমণ নেমে আসছে। এর সাথে সাথেই প্রতিরোধ আন্দোলনের নতুন-নতুন উপাদান সংযোজিত হচ্ছে। একমেরু বিশ্বব্যবস্থার সংকট মুক্ত হয়নি, অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন বাড়ছে। আমেরিকা তার আধিপত্য বজায় রাখতে সামরিক ও অর্থনৈতিক অভিযান চালাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, অপরদিকে ভূমধ্যসাগরে রণতরী পাঠিয়ে ক্রমশ চিনকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর পাশাপাশি মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করছে। আই.এস.আই.এস-ই নয়, আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কায় মৌলবাদী তৎপরতা বাড়ছে।

এর পাশাপাশি লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিতে উদারীকরণ, সরকারের ব্যয় সঙ্কোচের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। চিন ক্রমশ শক্তিশালী আর্থিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। ভারত-চিন-রাশিয়া-ব্রাজিল(ব্রিক্স)-এর মধ্যে পরস্পর কাছাকাছি আসছে। ফলে আমেরিকার একমেরু ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ধাক্কা খাচ্ছে।

আমাদের দেশে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অভিমুখ আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে। পারমাণবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনার দায় থেকে মার্কিনি কোম্পানিকে মুক্ত করেছে মোদি সরকার। সম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতার প্রভাব আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাড়ছে। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বিদেশি পুঁজির সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে উৎপাদনের হার কমেছে। কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে, বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের মতো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে ক্রমেই সরে দাঁড়াচ্ছে মোদি সরকার। ভারতের আর্থিক স্বনির্ভরতার শেকড় উপড়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনে মনমোহন সিং-এর আমলে আই.এম.এফ-এর কর্তা বসে থাকতো। মোদি সরকার কমিশনই তুলে দিয়েছে—এটাও উদারীকরণের প্রভাব। শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও মনমোহন সিং-এর আমলে কিছু ইতিবাচক দিক ছিল, রাজ্যগুলির কিছু অধিকার ছিল। তা খর্ব হবে। ব্রিট্রিশ আমলের মতো কেন্দ্রিকতার ঝোঁক বাড়বে। এসবই হচ্ছে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির স্বার্থে। 'মন কী বাত—নির্মল ভারত' ফটোশেসন ছাড়া কিছু নয়। শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রেও কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। কৃষি মজুর কাজ হারিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে। বিদেশি পুঁজি ও কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিকদের সুরক্ষার শ্রম আইন সংশোধন হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের সুযোগকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ পরিস্থিতি হচ্ছে। ফলে বেকারি বাড়ছে। শ্রমিক কৃষক নারী শিশুদের উপর আক্রমণ বাড়ছে। মানুষ যাতে প্রতিরোধ আন্দোলনে শামিল না হতে পারে তার জন্য সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেষ্টা হচ্ছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্নীতি। রাজ্যে দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, গণতন্ত্রের উপর হামলা বেড়েছে। এই আক্রমণ মোকাবিলা করতে, মানুষের প্রত্যাশা পূরণের উপযোগী পরিস্থিতি, চাহিদা অনুযায়ী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

নিরুপম সেন

পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেন বলেন, ইতিমধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে চরম দক্ষিণপন্থী দল ক্ষমতায় অধিস্থিত হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আক্রমণ বেড়েছে। এ রাজ্য চরম দুর্নীতিগ্রস্ত একটি সরকার চলছে। আমাদের বহু কমরেডকে খুন হতে হয়েছে। এই শহরেই আমাদের নেতা দিলীপ সরকারকে খুন হতে হয়েছে। খুন হতে হয়েছে আমাদের নেতা বামাপদ মুখার্জীর ছেলেকেও। এক চরম নৈরাজ্য চলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি। রাজ্যবাসী হিসেবে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসুর মতো নেতা। সেখানে কী হচ্ছে? মন্ত্রী জেলে, কাউকে হাসপাতালে হাসপাতালে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কয়েক বছর আগে এখানে বামফ্রন্ট সরকার ছিল। এমন হয়েছে নাকি? মানুষের কাছে যেতে হবে, মানুষের সামনে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে হবে। ৩৪ বছরে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল নিশ্চিত, তবে সাফল্যের জন্য কি আমাদের গর্ববোধ থাকবে না? শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কীভাবে এই সরকার কাজ করেছে, মানুষ সে বিকল্পের কথা তুলে ধরবে না? গরিব শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে যে কর্মসূচির সফল রূপায়ণ ঘটিয়েছে সেটাই হল বামপন্থী বিকল্প। এই বিকল্পকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

রাজ্যে কী চলছে—এই তিন বছরে? রাজ্যে একটি কারখানা হয়নি, জিন্দাল হাত গুটিয়েছে। নয়া উদারনীতির চরমতম রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবক্ষেত্রে মানুষের উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। আজ মোদি সরকার সিনেমার নায়ক-নায়িকাকে দিয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রচার চালাচ্ছে। এ কাজ আমরা কি করিনি? নির্মল গ্রাম /সাক্ষর অভিযান রাজ্য জুড়ে হয়েছে। বর্ধমানেই উপ-রাষ্ট্রপতি এসে সাক্ষরতার জন্য পুরস্কার দিয়ে গেছেন। এই সাফল্যগুলি কি আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরবো না। উদারীকরণের হাত ধরে আজ শিল্পক্ষেত্রে বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়া চলছে। আমরা এই ইস্কোকে ঘিরে ইস্কোর পুনর্জীবন ও আধুনিকীকরণের জন্য কী লড়াই করে সাফল্য এনেছি—সেকথা স্মরণ করিয়ে শ্রী সেন বলেন, কতখানি উদারতা থাকলে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক কর্মচারীকে ঐক্যবদ্ধ করে যে এমন কাজ করা যায় তার এটা প্রকৃত উদাহরণ। বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণগুলিকে নিয়ে মানুষের কাছে যেতে হবে।

শ্যামল চক্রবর্তী

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, নয়া উদারনীতির ফলে শ্রমিক-কৃষক- কর্মচারী সহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ আক্রান্ত। উদারনীতির ফলে শিল্পে সংকট, কৃষিক্ষেত্রে সংকট, সব ক্ষেত্রে সংকট বেড়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে এ জেলাতেই প্রায় ২.৫ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমছে, লাভ পাচ্ছেনা, জমি বিক্রি করে অন্য পেশায় যাচ্ছে, ক্ষেতমজুর পেশা পরিবর্তন করছে। রাজ্যে এখন ১.৮০ কোটি অসংগঠিত শ্রমিক। এই আক্রান্ত মানুষদের স্বার্থে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। মাটি কামড়ে এই লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এই আন্দোলনকে ক্রমশ আক্রমণাত্মক লড়াই-এ পরিণত করতে হবে। মানুষ আমাদের পাশে আছেন। তৃণমূল সরকারের আমলে মানুষের উপর আক্রমণ তীব্র হয়েছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত। আমাদের পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। শ্রেণী সংগ্রাম, সামগ্রিক সংগ্রামে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। শত আক্রমণের মধ্যেও মানুষ আমাদের ছেড়ে যায়নি। মাটিতে পা থাকলে কমিউনিস্ট পার্টিকে শেষ করা যায় না। রাজ্যের শাসকদল প্রতিদিন আন্দোলনের নতুন উপাদান তুলে দিচ্ছে। সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভাল ফুটবলার যেমন হাফচান্সকে ফুল চান্সে পরিণত করে। তেমনি আমাদের পার্টি কর্মীদের আন্দোলনের সব সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

মদন ঘোষ

ষাটের দশকে উদ্দীপিত করার মতো অনেকগুলি উপাদান ছিল। একটি সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে উঠেছিল। ভিয়েতনামের মুক্তির সংগ্রাম উজ্জীবিত করতো। একমেরু বিশ্বের উত্থান হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন চলছে। নয়াউদারীনীতি গতিবেগ পেয়েছে। এর হাত ধরে বাড়ছে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ। গণতন্ত্রের উপর বিপদ বাড়ছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি বাদে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এমন উদ্দীপনাময় পরিবেশ তৈরি করার জন্য আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। এর জন্য আক্রান্ত সব অংশের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। গণভিত্তিকে প্রসারিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও বাধা তৈরি করা হচ্ছে। মানুষকে ভোগবাদী মানসিকতায় পরিচালনা করা হচ্ছে। বিরাজনীতিকরণের প্রয়াস চলছে। সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন হচ্ছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রান্তিক অংশের মানুষের স্বার্থে বহু কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। ভূমি বন্টন হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন হয়েছে। গ্রামে বাজারের বিস্তার ঘটেছে। উদারীকরণ পর্বে গ্রামে এক নব্য ধনী তৈরি হচ্ছে। ভারতে বর্তমানে ৪০ কোটি মানুষ, উপভোক্তা ১৩ শতাংশ। গ্রামে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষ। সারের উপর ভর্তুকি উঠেছে। রেগা কমছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভিড় বাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদী উদারীকরণে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও গণতন্ত্রের উপর বিপদ বাড়ছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মী হিসেবে মার্কসবাদের মৌল সারমর্মকে আয়ত্ত করে নিজের জীবনে প্রয়োগ, সমাজ জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। মানুষের আপনজন হতে হবে। সব অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

অমল হালদার

বিগত সাড়ে তিন বছরে বহু আক্রমণ মোকাবিলা করে সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। বহু কমরেডকে হারিয়েছি। ১৮ জন শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন, অসংখ্য মামলা মোকদ্দমা, জেল, হাজতবাসের দগ্ধ যন্ত্রণা নিয়ে আমরা সমবেত হয়েছি। কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রূপায়িত হয়েছে। মানুষকে পাশে পেয়েছি। ক্ষেতমজুর আন্দোলন, কৃষকজাঠা, দুর্গাপুর থেকে বার্ণপুর জাঠার সফল অভিযান হয়েছে। মিডিয়ার বিরূপ প্রভাব আছে, থেমে থাকলে হবে না। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারে সাফল্যগুলি জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। আমাদের নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। স্থানীয় দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। মতাদর্শ ও চেতনার মান উন্নত করতে হবে। উপযুক্ত কর্মী গড়ে তুলতে হবে। গরিব ঘরের ছেলেদের পার্টিতে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। বাড়ি বাড়ি যাওয়া, গ্রুপবৈঠক বাড়াতে হবে। তবেই আমরা যে-কোনো প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারবো।

নব নির্বাচিত জেলা কমিটির সদস্যগণ

বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য

১। বামাপদ মুখার্জী
২। রথীন রায়
৩। অরিন্দম কোঙার
৪। সৈয়দ মহঃ মশীহ
৫। তাপস রায়
৬। কালীশঙ্কর পাল
৭। গৌরী ব্যানার্জী

জেলা কমিটি সদস্য

১। অমল হালদার
২। অচিন্ত্য মল্লিক
৩। অঞ্জু কর
৪। আভাস রায়চৌধুরী
৫। আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল
৬। উদয় সরকার
৭। বিবেক চৌধুরী
৮। বংশগোপাল চৌধুরী
৯। সুকান্ত কোঙার
১০। গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী
১১। বীরেশ মণ্ডল
১২। গণেশ চৌধুরী
১৩। আইনুল হক
১৪। পার্থ মুখার্জী
১৫। তাপস চট্টোপাধ্যায়
১৬। জি. কে. শ্রীবাস্তব
১৭। অশোক মুখার্জী
১৮। দীপায়ন রায়
১৯। অসীম ব্যানার্জী
২০। মনোজ দত্ত

জেলা কমিটির প্রবীণতম সদস্য বামাপদ মুখার্জী

২১। বিনয় হাঁসদা
২২। সন্তোষ দেব রায়
২৩। বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী
২৪। মহাব্রত কুণ্ডু
২৫। মহাদেব পাল
২৬। বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী
২৭। অলক ভট্টাচার্য
২৮। পারশ তেওয়ারী
২৯। সৈয়দ হোসেন
৩০। সাইদুল হক
৩১। বামাচরন ব্যানার্জী
৩২। সুভাষ মণ্ডল
৩৩। অচিন্ত্য মজুমদার
৩৪। দুর্যোধন সর
৩৫। সাধনা মল্লিক
৩৬। অঞ্জন চ্যাটার্জী
৩৭। তপন কোঙার
৩৮। সুদীপ্ত বাগচী
৩৯। সনাতন টুডু
৪০। চৌধুরী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ্
৪১। রুনু দত্ত
৪২। প্রবীর মণ্ডল
৪৩। তাপস সরকার
৪৪। অপূর্ব চ্যাটার্জী
৪৫। মহফুজ রহমান
৪৬। দেশবন্ধু হাজরা
৪৭। সমর ঘোষ
৪৮। ভারতী ঘোষাল
৪৯। অভিজিৎ কোঙার
৫০। সুব্রত ভাওয়াল
৫১। মির্জা আক্তার আলি
৫২। মনোজ মুখার্জী
৫৩। মেহেবুব আলম
৫৪। সত্যজিৎ চক্রবর্তী
৫৫। তমাল মাঝি
৫৬। মহঃ বদরুদ্দোজা
৫৭। নির্মল ভট্টাচার্য
৫৮। শিশির ঘোষ
৫৯। সুবীর সেনগুপ্ত
৬০। নুরুল ইসলাম
৬১। সুজিত ভট্টাচার্য
৬২। সুরেন হেমব্রম
৬৩। আলমগীর মণ্ডল
৬৪। মণিমালা দাস
৬৫। মনোজ দাস
৬৬। কমল সরকার
৬৭। পঙ্কজ রায় সরকার
৬৮। শুকুল শিকদার
৬৯। শান্তি মজুমদার
৭০। সনৎ ব্যানার্জী

সি পি আই(এম) ২৩-তম জেলা সম্মেলন

শহিদ স্মরণ ও প্রস্তাবাবলী

বিশেষ সংবাদদাতা : ২৩তম জেলা সম্মেলন স্বাধীনতা গণতন্ত্র মানবমুক্তি শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অগ্রণী যোদ্ধা যাঁরা শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের প্রতিকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। স্মরণ করে বর্ধমান জেলার ১৮জন শহিদকে যাঁরা এ বিগত সাড়ে তিন বছরে তৃণমূলি দুঃশাসনে শহিদ হয়েছেন। স্মরণ করা হয়েছে সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দিলীপ সরকার জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ তা, কমল গায়েনকে।

সম্মেলন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে বিগত তিন বছরে দেশ-দুনিয়া-রাজ্য- জেলায় কর্মরত সেই সমস্ত মানুষকে যাঁরা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমানাধিকার শান্তি মৈত্রী প্রগতির সংগ্রামে থেকেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্মরণ করা হয়েছে বিনয় কোঙার, সমর বাওরা, দেবব্রত ব্যানার্জী, দিলীপ মজুমদার সহ বহু নেতাকে যাঁরা এই সময়ে প্রয়াত হয়েছেন।

সম্মেলন দেশ-বিদেশে নানান আন্দোলন-সংগ্রামের সপক্ষে, নানান শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার বিরুদ্ধে মোট ১৭টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। বিষয়গুলি হল—সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জনগণের বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের সপক্ষে। প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে মার্কিনি মদতে ইসরায়েলি আগ্রসনের বিরুদ্ধে ও .

প্যালেস্তানীয় জনগণের সংগ্রামের পক্ষে, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী উদারীকরণের দাপটের বিরুদ্ধে, বিমা এবং কয়লা শিল্পের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে, এনরেগা প্রকল্পে সঙ্কোচন নীতির অপপ্রয়াস এবং সামগ্রিক সহায়তা প্রকল্প থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং উভয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণবন্টন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার প্রয়াসের বিরুদ্ধে, রাজ্য জুড়ে নৈরাজ্য-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সংগ্রাম তীব্র করা, ক্রমবর্ধমান বেকারির বিরুদ্ধে এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও হামলার বিরুদ্ধে, কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূলের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ার পক্ষে, তৃণমূল সরকারের আমলে বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চলকে ধ্বংস করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলা, কয়লা খনি অঞ্চলের ধস, গ্যাস, নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে, কৃষি ও কৃষকের সমস্যা সম্পর্কে, ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে এবং সর্বোপরি চা বাগান শ্রমিকদের লঙ মার্চের সমর্থনে।

১২ জুলাই কমিটির ডাকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ ১২ জুলাই কমিটির আহ্বানে ৮ দফা দাবিতে এদিন সারা রাজ্যের সাথে বর্ধমান শহরের কার্জন গেটের কাছে বিকাল ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পাঁচ ঘন্টা ধরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী অর্ডিন্যান্স জারির বিরুদ্ধে, দপ্তরসমূহের সংকোচনের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য বন্ধ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, শ্রম আইন সংশোধন বাতিল করা, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হামলা রোধ, নিশ্চিত পেনশন প্রদান ও পি. এফ. আর. ডি. এ এ্যাক্ট বাতিল করা প্রভৃতি ৮ দফা দাবিতে প্রায় ছয় শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

দাবি প্রস্তাব পাঠ করেন ১২ জুলাই কমিটির জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক প্রণব আইচ। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে করালী চ্যাটার্জী, বিমা কর্মচারী সমিতির পক্ষে সজল রায়, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে রবিশঙ্কর পাল, কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষে মোশারফ হোসেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে বুদ্ধদেব চক্রবর্তী, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষে সুজিত নন্দী এবং কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অরূপ চক্রবর্তী, ১২ জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জিত দত্ত প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বাসুদেব সেনগুপ্ত ও প্রসূন রায়।

জটা ক্ষেত্রপাল ও শঙ্কর দাসের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারী, ১০ ফেব্রুয়ারি : মেমারি থানার গোবিন্দপুর গ্রামের ক্ষেত্রপাল পাড়ায় আজ দুই সি পি আই(এম) নেতা গোবিন্দপুর গ্রামের প্রয়াত জটা ক্ষেত্রপাল ও কাশিয়ারা গ্রামের প্রয়াত শঙ্কর দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার দুই নেতার গণ-আন্দোলনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। মেমারি - জোনাল সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার ও সদস্য আন্তাজ আলি দফাদার ও বক্তব্য রাখেন। দীর্ঘদিনের সন্ত্রাস কবলিত গোবিন্দপুরে মানুষের নজরকাড়া জমায়েতে এলাকার মানুষকে উদ্দীপিত করেছে।

বিমা এজেন্টদের বিক্ষোভ অবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মেমারিতে জীবনবিমার এজেন্টরা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ-অবস্থানে অংশ নিলেন। সি.য়া.কি.ও-র কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে শতাধিক এজেন্ট এদিন দু-ঘন্টা অবস্থানে অংশ নেন। পলিসি রিনিউয়াল, প্রিমিয়াম নেওয়া বন্ধ রাখা হয়। সংগঠনের শাখা সম্পাদক মুজিবর রহমান জানান, এল. আই. সি কর্তৃপক্ষ ও সরকারির ভুলনীতির ফলে এজেন্টরা আজ পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। কালনাতেও অনুরূপ কর্মসূচিতে অংশ নেন এজেন্টরা।

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

সি পি আই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : গত ১৬ জানুয়ারি পূর্বস্থলী থানার, পিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, পাঠান গ্রামের বাসিন্দা সি পি আই(এম)-এর সদস্য স্বপন কুমার হাজরা হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁর সহযোগী যোদ্ধাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন পঞ্চায়েত কর্মচারী সংগঠনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই(এম)-এর পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল ও ২নং লোকাল সম্পাদক প্রদীপ সাহাও তাঁর গ্রামের বাড়িতে যান ও পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি মহঃ আইনূল হক, পিতা প্রয়াত মহঃ নূর হসান, হরেরডাঙা, পোঃ - বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান-৭১৩১০১। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃতনাম মহঃ আইনূল হক যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার রেশনকার্ডে আহিনূল হক নথিভুক্ত হয়েছে। আইনূল হক ও আহিনূল হক, পিতা প্রয়াত মহঃ নূর হাসান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সফিক মুন্সী, পিতা - আজগর মুন্সী, সাকিম - বাহির সর্বমঙ্গলা, বাবুল কটেজের নিকট, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম সফিক মুন্সী যা আমার ভোটার কার্ড (নং-BXY2589869)-এ নথিভুক্ত আছে কিন্তু রেশনকার্ড (নং-MRAP14690980)-এ তা ভুলবশত সেখ সফিক নথিভুক্ত হয়েছে। সফিক মুন্সী ও সেখ সফিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সামিয়ারা বেগম, স্বামী সওকত মির্জা, গ্রাম ও পোঃ - ঝিলু, থানা - মঙ্গলকোর্ট, জেলা বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়ার নিকট ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ইসমাইল মির্জা, পিতা সওকত মির্জা যা আমার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত মোজ্জামেল মির্জা, পিতা সওকত মির্জা নথিভুক্ত হয়েছে। ইসমাইল মির্জা, এবং মোজ্জামেল মির্জা, পিতা সওকত মির্জা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি Swapan Singh, পিতা - Sambhu Charan Singh, স্ত্রী- Jaba Singh ও আমার পুত্র Babusona Singh ঠিকানা, নাড়ী, বাগপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা - বর্ধমান-৭১৩১০১। গত ১৩.০২.২০১৫ তারিখে বর্ধমান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট এক এফিডেবিট বলে Paltu Singh, S/o- Sambhu Singh এবং আমার পুত্র Babu sona Sing ঠিকানা নাড়ী, বাগদিপাড়া, রায়ান-১নং, সদর বর্ধমান - ৭১৩১০১ হইতে Swapan Singh, পিতা - Sambhu Charan Singh,এবং আমার পুত্র Babusona Sing ঠিকানা নাড়ী, বাগপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা - বর্ধমান-৭১৩১০১ ঠিকানায় একই নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। আমার নিজ, আমার স্ত্রীর ও পুত্রের ঠিকানা সর্বত্র গ্রাম - নাড়ী, বাগপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা - বর্ধমান-৭১৩১০১ হইল।

● আমি Kanika Saren W/o- Mohan Saren, ঠিকানা - Narayan Dighi (Rayan Road), P.O + P.S + Dist. - Burdwan - 713101। গত ১৩.০২.২০১৫ তারিখে বর্ধমান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট এক এফিডেবিট বলে Kanika Saren, W/o- Mohan Saren, ঠিকানা 3No. Ichlabad, Sripally, Burdwan হইতে Kanika Saren, W/o - Mohan Saren, ঠিকানা Narayan Dighi (Rayan Road), P.O + P.S + Dist. - Burdwan - 713101 ঠিকানার একই ব্যক্তি নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮৪৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রামের নোয়া পাড়ায়, মৃত্যু ২৩-১-১৯০৯; ২। ১৮৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৪-৮-১৯৫৬; ৩। ১৮৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান জেলার চুপিগ্রামে, মৃত্যু ২৫-৬-১৯২২; ৪। ভ্যাটিকান সিটি, ১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, ৮৭০ জন; ৫। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জন্ম ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু ৮-৭-২০০৩; ৬। ১৯৩১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, এডুইন লুবেন্স এবং এডওয়ার্ড বেকার; ৭। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি, নাথুরাম গড়্সে, ১৯৪৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি; ৮। ক্রিস্টোফার লাথান শোলস, ১৮১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু ১৭-২-১৮৯০; ৯। ১৫ ফেব্রুয়ারি; ১০। ভারত-শ্রীলঙ্কা, ভারত, ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনী; ১১। ইংল্যাণ্ডের লর্ডস-এ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে জয়ী হয় দ্য প্রুডেন্সিয়াল কাপ; ১২। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, ২৯ মার্চ, ১৪টি দল।

বিজ্ঞপ্তি

● আমি শ্রী নীরদরঞ্জন সরকার (ডাক নাম নিরঞ্জন সরকার) পিতা প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র সরকার, সাকিম কালনা রোড, জামতলা, বর্ধমান। আমি নীরদরঞ্জন সরকার নোটারি বর্ধমানের নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে নীরদরঞ্জন সরকার, নীরদ সরকার ও নিরঞ্জন সরকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

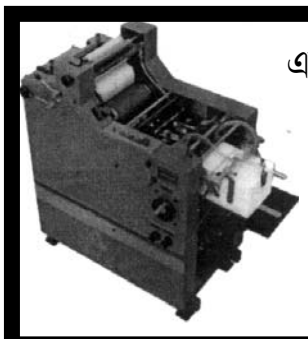

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

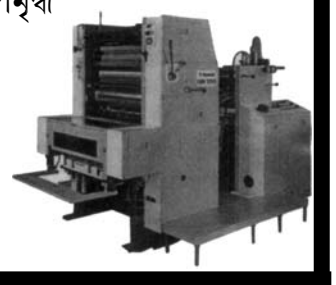

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা